

# জেডার-ভিত্তিক সহিংসতা ও প্রতিরোধ



# নারী-পুরুষের জৈবিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থা

জৈবিক অবস্থা হলো মানুষ মায়ের পেট থেকে জন্মের সময় যে বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ লাভ করে। যেমন মেয়েদের স্ত্রী-অঙ্গ থাকে, ছেলেদের থাকে পুরুষাঙ্গ। নারীরা মা হতে ও বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন। পুরুষরা বাবা হতে পারলেও বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন না।

অন্যদিকে, সামাজিক অবস্থা হলো পরিবার ও সমাজের মানুষকে দেখে, তাদের কাছ থেকে শুনে নারী-পুরুষ যেসব বিষয়, কাজ ও আচার-ব্যবহার শিখে ও চর্চা করে। যেমন সাধারণভাবে নারীরা শাড়ি-কামিজ পরেন, পুরুষরা পরেন লুঙ্গি-প্যান্ট। নারীরা লম্বা চুল রাখেন, পুরুষরা রাখেন ছোট চুল।

## জৈবিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থার পার্থক্য

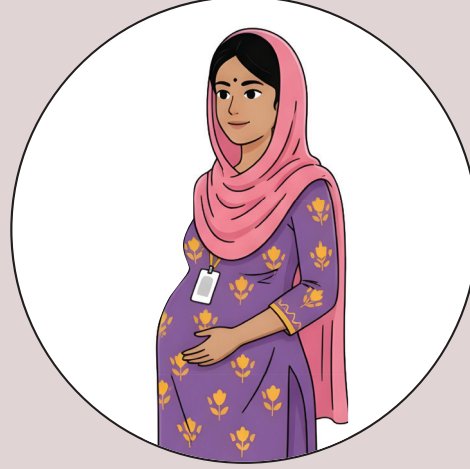
জৈবিক অবস্থা	সামাজিক অবস্থা
শারীরিক বিষয়	সামাজিক বিষয়
জন্মের মাধ্যমে পাওয়া	পরিবার ও সমাজের রীতিনীতি থেকে শেখা
পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও জায়গায় আলাদা হতে পারে ও হয়
প্রকৃতিগতভাবে বদলানো যায় না	সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনশীল
আজীবন একই রকম থাকে	সময়ে বদল আসতে পারে ও আসে
নারী-পুরুষের আলাদা বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ তৈরি করে	নারী-পুরুষকে ছোট-বড় করে দেখায়
প্রাকৃতিকভাবে চাইলেই নারী বা পুরুষ হতে পারে না	ইচ্ছা থাকলে নারী-পুরুষের একজন অন্যজনকে সমান চোখে দেখা শিখতে পারে

# নারী ও পুরুষ

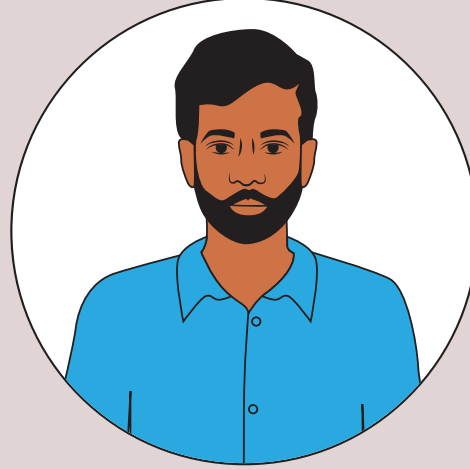
## জৈবিক অবস্থা



বুকের দুধ পান



গর্ভবতী মা



ছেলেদের গাঁফ দাঁড়ি গজায়

## সামাজিক অবস্থা



শুধু নারীরাই রান্না করবেন



পুরুষেরা বাজার করবেন



ছেলেদের খেলনা হিসেবে  
গাড়ি কিনে দেয়া

## নারী শ্রমিকের সারাদিনের কাজ

বাড়িতে নারী শ্রমিকের কাজ	কারখানাতে নারী শ্রমিকের কাজ
সন্তান লালনপালন পরিবারের সেবা অসুস্থদের সেবাযত্ন মেহমানদারি ঘরের অধিকাংশ কাজ হাটবাজার-কেনাকাটা	কাটিং এর কাজ সুইং এর কাজ লেবেলিং এর কাজ ফিনিশিং এর কাজ উৎপাদনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন কর্মটিতে দায়িত্ব পালন

# নারী শ্রমিকের সারাদিনের কাজ



কাপড় ধোয়া



সুইং



রান্না করা



লেবেলিং

# নারীর কাজের ভার ও বৈষম্য কমানোর উপায়

## পরিবারে

- বাড়িঘরের কাজ নারী-পুরুষ সবাই মিলে ভাগাভাগি করে করা
- গায়ে আঘাত ও মনে কষ্ট না দেওয়া
- সকলকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা
- পরিবারে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ না করা
- সন্তান লালনপালনে মা-বাবা দুজনেই সময় দেওয়া
- পরিবারের সবাই একসঙ্গে খেতে বসা
- নিজের বেতনের টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা
- গৃহস্থালির কাজসহ ছোট-বড় সকল কাজকেই কাজ বলে স্বীকার করা
- পরিবারের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মিলে নেওয়া
- ঘরের কাজগুলো স্বামী -স্ত্রী দুইজনে মিলে ভাগ করে নেওয়া

# নারীর কাজের ভার ও বৈষম্য কমানোর উপায়

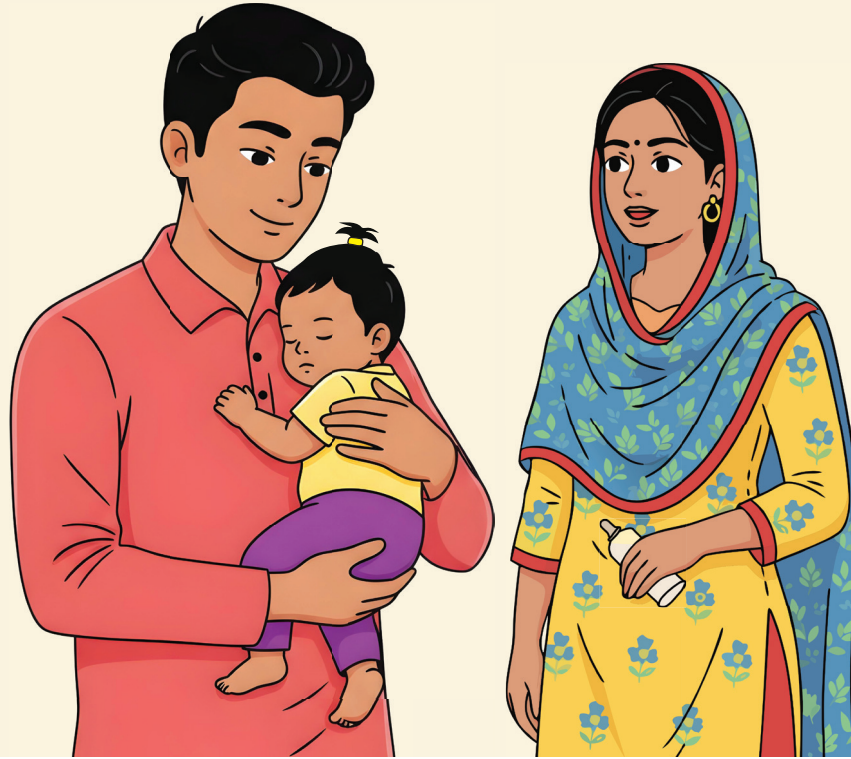


থালাবাসন পরিষ্কার



রোগীর সেবা

পরিবারে



শিশুর যত্ন



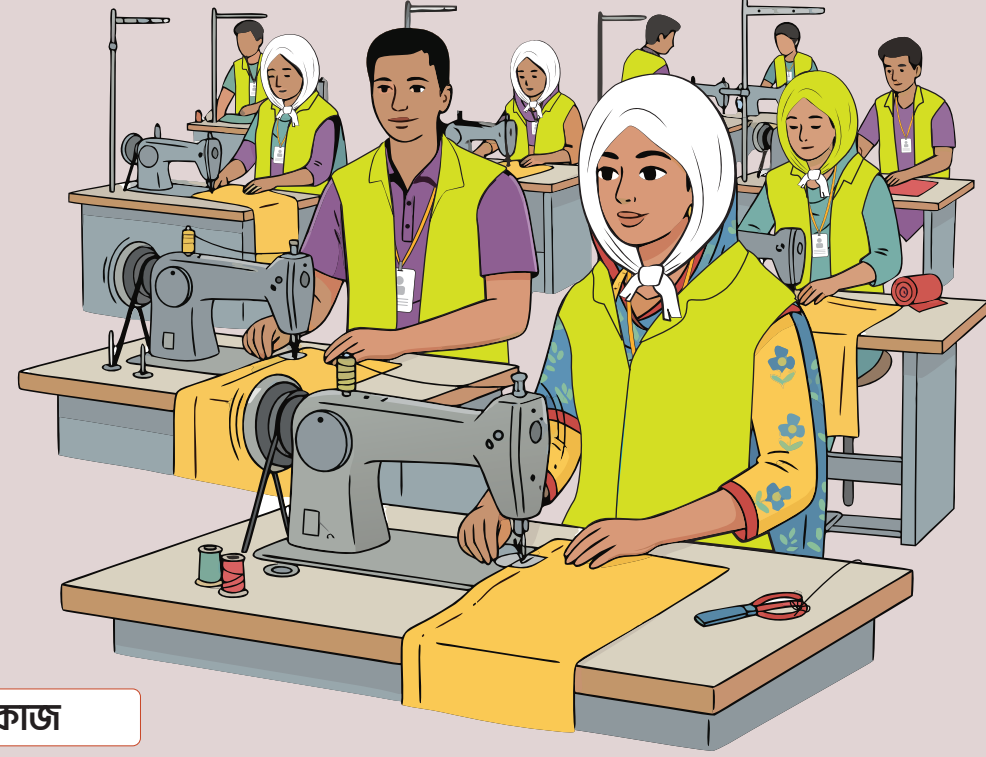
খাবার পরিবেশনা

# নারীর কাজের ভার ও বৈষম্য কমানোর উপায়

## কারখানাতে

- কারখানাকে সকল ধরনের হয়রানি ও নির্যাতনমুক্ত রাখতে সহায়তা করা
- নারী সহকর্মীদের কাজে সহযোগিতা করা ও তাদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করা
- নারী শ্রমিকরা যাতে দক্ষ হয়ে পদোন্নতি পাবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন সে ব্যাপারে তাদের সহায়তা করা
- অংশগ্রহণকারী ও যৌন হয়রানি অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটির দায়িত্ব পালনে তাদের সহযোগিতা করা
- শ্রম আইন অনুসারে নারীর বিশেষ পরিস্থিতিতে (গর্ভকালীন, মাতৃত্বকালীন অবস্থা - ইত্যাদি) সহযোগিতা করা
- নারী শ্রমিকদের বিভিন্ন কমিটিতে যুক্ত হতে উৎসাহ দেওয়া
- ট্রেড ইউনিয়ন/অংশগ্রহণকারী কমিটির কাজে সহযোগিতা করা
- সমান কাজে সমান মজুরির নিয়মের পক্ষে থাকা
- যেখানে সম্ভব, নারী সহকর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া

# নারীর কাজের ভার ও বৈষম্য কমানোর উপায়



সমান কাজ



পদোন্নতি

## কারখানাতে



সমান মজুরি



কমিটিতে যোগ দেয়া

# নারী-পুরুষ সমতা

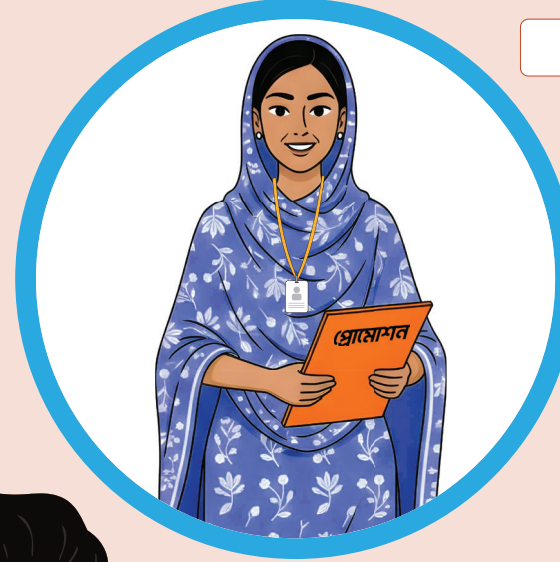
নারী-পুরুষ সমতা হলো এমন একটি অবস্থা, যেখানে নারী ও পুরুষ :

- সমানভাবে সকল কাজ করতে পারেন
- সমকাজে সমান মজুরি পান
- পদোন্নতির সুযোগ থাকে
- কারখানাতে সকল পদে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে
- কারখানাতে সকল কর্মটিতে অংশগ্রহণসহ সকল সিদ্ধান্তে সমানভাবে অংশ নিতে পারেন
- দেশের সব সুযোগ সমানভাবে ভোগ করতে পারেন
- পরিবারে, সমাজে, কারখানাতে সমান সম্মান ও মর্যাদা পান
- যে কোনো খারাপ অবস্থা থেকে সমানভাবে সুরক্ষা পান
- আইনগত সকল অধিকার সমানভাবে ভোগ করতে পারেন
- নারী-পুরুষ সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হলে পুরুষও তার সুফল সমানভাবে পায়
- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি হয়

# নারী-পুরুষ সমতা



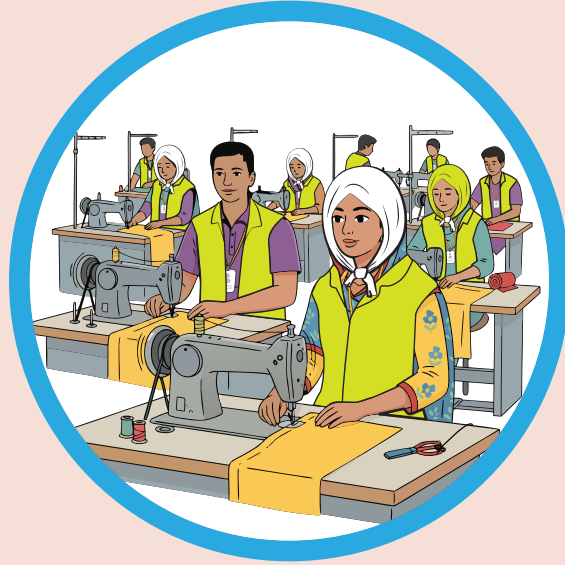
সমান মজুরি



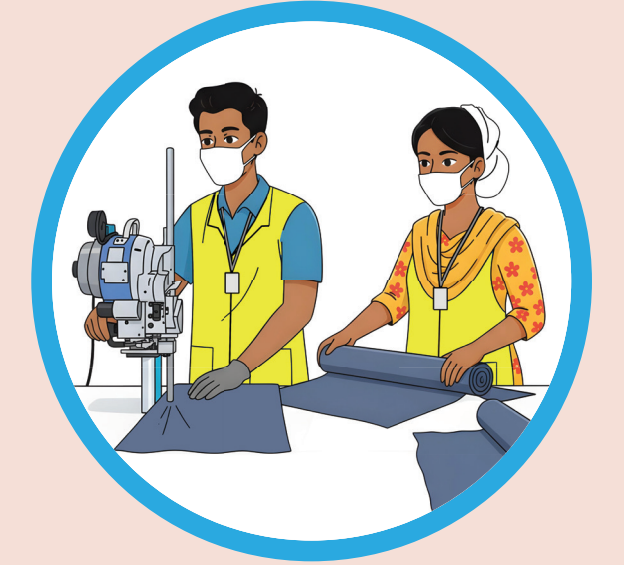
পদোন্নতি



কমিটিতে যোগদান



সমান কাজ



সকল পদে অংশগ্রহণ

## জেন্ডার-ভিত্তিক নির্যাতন ও এর ধরন

মানুষ কিছু কিছু নির্যাতনের ঘটনার শিকার হয় কেবল তারা নারী নাকি পুরুষ এই পরিচয়ের কারণে। নারী বা পুরুষ হবার কারণে হওয়া এসব নির্যাতনই জেন্ডার-ভিত্তিক নির্যাতন। যেমন- যৌতুক না পেয়ে মারধর করা বা তালাক দেওয়া, রাস্তাঘাটে এবং কারখানাতে মেয়েদের হয়রানি করা ইত্যাদি।

এ ধরনের নির্যাতন সাধারণত ক্ষমতাবান পক্ষের দ্বারা ক্ষমতাহীন বা দুর্বল পক্ষের প্রতি ঘটে। এ কারণে প্রায় অধিকাংশ জেন্ডার-ভিত্তিক নির্যাতনই ঘটে নারীর বিরুদ্ধে।

## জেন্ডার-ভিত্তিক নির্যাতনের বিভিন্ন ধরন

- শারীরিক নির্যাতন; যেমন খুন, মারধর, ঘরে বন্দি করে রাখা
- যৌন নির্যাতন; যেমন ধর্ষণ, ধর্ষণচেষ্টা, যৌন হয়রানি, খারাপ ইংগিত করা, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে হুমকি দেওয়া
- সামাজিক নেতিবাচক রীতিনীতি মেনে নির্যাতন; যেমন বাল্য বা জোরপূর্বক বিয়ে, যৌতুক, মেয়েদের স্কুলে না পাঠানো
- মানসিক নির্যাতন; যেমন স্বামী ও সন্তানের কাছ থেকে আলাদা রাখা, অপমান করা, খারাপ কথা বলা, হিজড়া বলে ডাকা
- সামাজিক-অর্থনৈতিক নির্যাতন; যেমন চলাচলে বিধিনিষেধ, খোরপোষ না দেওয়া, সমান কাজে সমান মজুরি না দেওয়া, পদোন্নতি না দেওয়া, উপার্জিত অর্থ ভোগ না করতে দেয়া

## জেন্ডার-ভিত্তিক নির্যাতনের বিভিন্ন ধরন

শারীরিক নির্যাতন



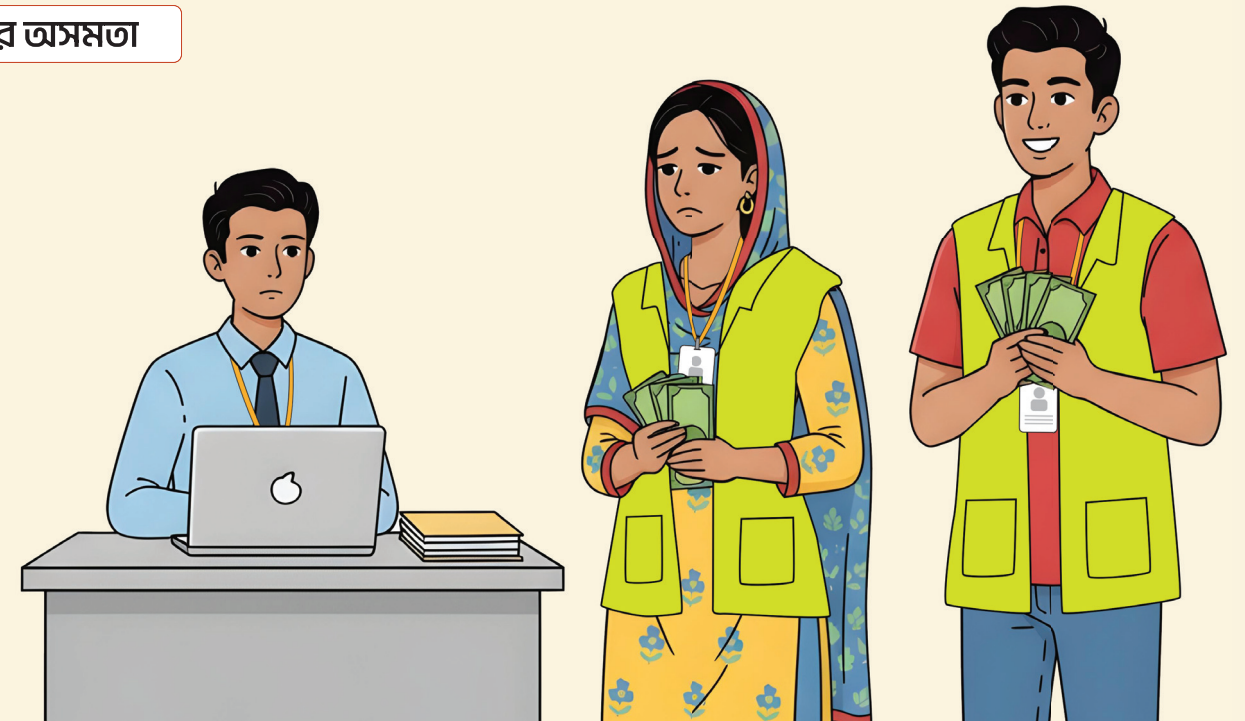
কারখানায় আসা যাওয়ার রাস্তায়  
যৌন হয়রানি



বাল্যবিবাহ



মজুরির অসমতা



# জেন্ডার-ভিত্তিক নির্যাতনের কুফল

- পারিবারিক কুফল; যেমন সম্পর্ক নষ্ট হয়, পরিবারে অশান্তি দেখা দেয়, সম্ভানরা ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না
- সামাজিক কুফল; যেমন নারীরা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারেন না, সামাজিক কাজে অংশ নিতে পারেন না, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাতে পারেন না
- অর্থনৈতিক কুফল; যেমন উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়, চিকিৎসার খরচ বেড়ে যায়, মামলা হলে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়, কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বাড়ে, চাকরি চলে যায়
- স্বাস্থ্যগত কুফল; যেমন মা ও শিশুর মৃত্যু বাড়ে, আত্মহত্যা বাড়ে, গর্ভপাত বাড়ে, সহজে মারে না এমন অসুখ হয়
- মানসিক কুফল; যেমন সব সময় মন খারাপ থাকে, সব সময় ভয় লাগে, কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, কাজে মন বসে না, ব্যবহার খারাপ হয়ে যায়, আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ে

মনে রাখা দরকার যে, জেন্ডার-ভিত্তিক নির্যাতনের কুফল শুধু নারী নয়, বরং পুরুষের ওপরও বর্তায়।  
পাশাপাশি জেন্ডার-ভিত্তিক নির্যাতনের কারণে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও অনেক মূল্য দিতে হয়।

# জেন্ডার-ভিত্তিক নির্যাতনের কুফল

ঝগড়া বাচি



কাজে ডুল করা



উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া



মন খারাপ থাকা



# নারী-পুরুষ সহযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ

কারখানার কর্মপরিবেশ নারী-পুরুষ সহযোগিতামূলক হয় তখন, যখন :

- কারখানাতে কোনো জেন্ডার-ভিত্তিক নির্যাতন বা হয়রানির ঘটনা ঘটে না
- শ্রম আইন নারী শ্রমিকদের যেসব সুবিধা দিয়েছে, যেমন মাতৃত্বকালীন ছুটি, আলাদা টয়লেট, সম্মানজনক আচরণ, ইত্যাদি সুবিধা তারা ভোগ করতে পারেন
- পুরুষ শ্রমিকরা নারী শ্রমিকদের এবং নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের কাজে সহযোগিতা করেন
- সুপারভাইজারগণ নারী শ্রমিকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন না
- নারীরা বিভিন্ন কমিটিতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং মতামত দিতে পারে
- নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের সমান সম্মান ও মর্যাদা পান

# নারী-পুরুষ সহযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ



সমান কাজ



মাতৃত্বকালীন সুবিধা



সম্মানজনক আচরণ



মতামত প্রদান

# সহযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা

কারখানার কর্মপরিবেশ নারী-পুরুষ সহযোগিতামূলক হলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে,  
কারণ :

- কারখানাতে কারো প্রতি কোন ক্ষেত্র থাকে না
- মালিক, ব্যবস্থাপক, শ্রমিক, সুপারভাইজার একে অপরের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা থাকবে
- কারখানার কাজকে শ্রমিকরা নিজের কাজ বলে মনে করেন
- শ্রমিকদের অনুপস্থিতির হার কমে

# সহযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা



## ভূমিকা:

অ্যাকসেস টু রেমিডি বা প্রতিকার পাওয়ার অধিকার হলো জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নির্দেশিকাগুলোর একটি মূল স্তম্ভ। এর মূলনীতি হলো যখন কারও অধিকার লঙ্ঘন হয়, তখন ভুক্তভোগীর যেন কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ থাকে।

২০০৯ সালে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা এবং পরবর্তীতে ২০২২ সালে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা (২০১৫)-এর সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিটি কর্মস্থলে কার্যকর অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট কমিটি (AHC)/ হয়রানি বিরোধী কমিটি/ অভিযোগ কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তবে ২০২১ সালে “Mapped in Bangladesh” পরিচালিত এক জাতীয় জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৩,৮০০+ তৈরি পোশাক কারখানার মধ্যে মাত্র ৫৭% কারখানায় অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট কমিটি (AHC) রয়েছে। ETI-এর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ১০০টিরও বেশি সরবরাহকারীর সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সময় অনেক কারখানায় এই কমিটি হয় অনুপস্থিত, নয়তো ভুলভাবে গঠিত বা অকার্যকর অবস্থায় আছে।

একটি কার্যকর অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট কমিটি (AHC)/ অভিযোগ কমিটি ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পেতে সহায়তা করে, নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করে, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং শিল্প সম্পর্কে আরও শক্তিশালী ও উৎপাদনশীল করতে সাহায্য করে। এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আইএলও-বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ (BWB) কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারী ৫০টি তৈরি পোশাক (RMG) কারখানায় অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট কমিটি (অভিযোগ কমিটি) গঠন ও কার্যকর করার জন্য আইএলও-বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ (BWB) এবং এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ (ETI) বাংলাদেশ একটি যৌথ উদ্যোগ পরিচালনা করছে। উক্ত উদ্যোগে ৫০টি পোশাক (RMG) কারখানায় অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট কমিটি (অভিযোগ কমিটি) গঠন ও কার্যকর করার জন্য কারখানার ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবায় দক্ষতা ও যোগ্য সহায়তা প্রদান করছে। উক্ত উদ্যোগের শিখণ উপকরণ হিসেবে চারটি (৪টি) ফ্লিপচার্ট তৈরি করা হয়েছে। যা আওতাভুক্ত সকল অংশগ্রহণকারি কারখানাতে শ্রমিকদের সাথে ধারাবাহিকভাবে ফ্লিপচার্টের শিখনবার্তাসমূহ উপস্থাপনা করা হবে।

ফ্লিপচার্টসমূহ হলো:

ফ্লিপচার্ট-১: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা ও প্রতিরোধ

ফ্লিপচার্ট-২: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে আইনী বিধিবিধান

ফ্লিপচার্ট-৩: ভিকটিমকে কেন্দ্র করে গঠিত সংবেদনশীল পদ্ধতি, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও রেফারেল সাপোর্ট

ফ্লিপচার্ট-৪: কারখানাতে একটি কার্যকর হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি বাস্তবায়ন

## ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে সহায়কের জন্য করণীয়সমূহ:

সহায়কগণ ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করবেন-

- ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার আগে অংশগ্রহণকারীদেরকে মানসিকভাবে তৈরি করে নিতে হবে, যেন তারা প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগী হন। অংশগ্রহণকারীদেরকে ফ্লিপচার্ট দেখানোর উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে
- ফ্লিপচার্ট অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে সহায়ককে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। ফ্লিপচার্টটি এমনভাবে ধরতে হবে যাতে সকল অংশগ্রহণকারীগণ পরিষ্কারভাবে তা দেখতে পান
- উপস্থাপনার সময় ফ্লিপচার্টের কোনো অংশ যাতে কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা না থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে
- ফ্লিপচার্টের এক পিঠে ছবি এবং অন্য পিঠে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা দেয়া আছে। প্রথমে ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে নিতে হবে এবং সেই আলোচনারসূত্র ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে;
  - ছবিতে আমরা কী দেখছি?
  - ছবি দেখে কী বুঝতে পারছি?
  - আমাদের কারখানাতে কি এরকম অবস্থা দেখতে পাই?
  - কারখানাতে এ ধরনের অবস্থায় আমরা কী করি?
  - কারখানাতে এ ধরনের অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত?
- সহায়ক সকল অংশগ্রহণকারীদের একে একে আলোচ্য বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করার সুযোগ করে দিবেন। যারা আলোচনায় কম অংশগ্রহণ করছেন তাদেরকে সহায়ক কৌশলে তাদেরকে আলোচনায় নিয়ে আসবেন
- সহায়ক জীবনধর্মী উদাহরণ ব্যবহার করে ফ্লিপচার্টের বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে বলবেন
- আলোচনার সময় তিনি সহিংসতা মোকাবিলাকারীদের প্রতি সম্মান ও গোপনীয়তা বজায় রেখে আলোচনা করবেন
- ফ্লিপচার্টের এক পিঠের ছবির উপর আলোচনা শেষ না হলে অন্য পিঠে যাওয়া উচিত নয়
- ছবি দেখানো বা আলোচনা করার সময় কোনভাবেই তাড়াহুড়া করা উচিত নয়
- ফ্লিপচার্টের শিখনবার্তা পড়ে শোনানোর জন্য সহায়ক প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কাউকে অনুরোধ করতে পারেন
- সম্পূর্ণ ফ্লিপচার্টটি উপস্থাপন করার পর সহায়ক আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন